যায়যায়দিন

তারিখ ... 2 JUL 2013 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৫ ...

পাঠদান বন্ধ রেখেছেন নোবিপ্রবি শিক্ষকরা

নোয়াখালী প্রতিনিধি

দুই শিক্ষককে দিনভর অবরুদ্ধ রাখার পর নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা অনির্দিষ্টকালের জন্য পাঠদান বন্ধ করে দিয়েছেন। সোমবার থেকে সব বিভাগের পাঠদান বন্ধ রয়েছে বলে শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক মাকসুল আলম নিশ্চিত করেন।

এর আগে অ্যাপ্লাইড কেমিস্ট্রি অ্যান্ড কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের দুই শিক্ষককে রোববার সকাল থেকে সোমবার ভোর পর্যন্ত ক্যাম্পাসে একটি কক্ষে অবরুদ্ধ করে রাখে ওই বিভাগের শিক্ষার্থীরা।

অ্যাপ্লাইড কেমিস্ট্রি অ্যান্ড কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সভাপতি ড. মোহাম্মদ ইউসুফ মিঞা জানান, এই বিভাগের সব ব্যাচের এসিসিই অনার্স ডিগ্রিকে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রিতে রূপান্তরসহ বিভিন্ন দাবিতে আন্দোলনরত ছাত্রদের মধ্যে কয়েকজন রোববার সকাল ১০টার দিকে তার কক্ষে প্রবেশ করে।

এ সময় তিনি বাইরে অবস্থান করলেও রফিকুল ইসলাম ও খায়রুল আলম নামে দুই প্রভাষক কক্ষের ভেতরে

শিক্ষকরা : পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৭

শিক্ষকরা : নোবিপ্রবি

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

ছিলেন। একপর্যায়ে ছাত্ররা ওই দুই শিক্ষককে ভেতরে রেখে কক্ষের বাইরে তালা ঝুলিয়ে দেয়। এ নিয়ে ছাত্রদের সঙ্গে গভীর রাত পর্যন্ত শিক্ষকরা আলোচনা করেও তাদের তালা খুলে দেয়ার জন্য রাজি করানো যায়নি। সোমবার ভোর ৪টার দিকে তালা খুলে শিক্ষকদেরকে বের করে আনা হয়, বলেন ইউসুফ মিঞা।

ইউসুফ মিঞা আরো বলেন, শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের প্রেক্ষিতে এ বিষয়ে গঠিত তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনে তাদের বেশিরভাগ দাবি পূরণের সুপারিশ করা হয়েছিল। এরপরও ছাত্রদের এমন আচরণে আমরা চরম অপমানবোধ করছি এবং নিজেদের নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কিত হচ্ছি।

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক মাকসুল আলম বলেন, দুই শিক্ষককে অবরুদ্ধ করে রাখার প্রতিবাদে সোমবার থেকে একযোগে সব বিভাগের পাঠদান বন্ধ রেখে অনির্দিষ্টকালের জন্য কর্মবিরতি শুরু করেছেন তারা। শিক্ষকদের পূর্ণ সম্মান ও নিরাপত্তার পরিবেশ নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেন তিনি।

এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার মো. মমিনুল হক জানান, গত কয়েকদিন থেকে উপাচার্য, রেজিস্ট্রার ও ডিন ছুটিতে আছেন। তাই শিক্ষকদের অবরুদ্ধ করে রাখা কিংবা কর্মবিরতির বিষয়ে তার জানা নেই।

অ্যাপ্লাইড কেমিস্ট্রি অ্যান্ড কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং (এসিসিই) বিভাগকে স্নাতক সম্মান থেকে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে রূপান্তরসহ তিন দফা দাবিতে বিভাগের শিক্ষার্থীরা আন্দোলন করছেন।

এর ধারাবাহিকতায় গত ২৮ মে উপাচার্যসহ শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের অবরুদ্ধ করে প্রশাসনিক ভবনে তালা ঝুলিয়ে দেয়। এ সময় ছাত্রীদের সঙ্গে প্রক্টরসহ কয়েকজন শিক্ষকের অশোভন আচরণের অভিযোগে ৩ দফা দাবির সঙ্গে তারা প্রক্টরের পত্যাগের দাবিও যোগ করেন। ওই সময় প্রক্টর ড. জাহাঙ্গীর সরকার পদত্যাগ করেন।

একই সময় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে একমাসের মধ্যে তিন দফা দাবি মেনে নেয়ার আশ্বাসের প্রেক্ষিতে শিক্ষার্থীরা প্রশাসনিক ভবনের তালা খুলে দেন।

শিক্ষার্থীদের তিন দফা দাবি হচ্ছে : অ্যাপ্লাইড কেমিস্ট্রি অ্যান্ড কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সব ব্যাচের এসিসিই অনার্স ডিগ্রিকে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রিতে রূপান্তর করা, কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের পর্যাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ দেয়া এবং কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের সমৃদ্ধ ল্যাব সুবিধা নিশ্চিত করা।